দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 30 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টালে গুনতে হবে দেড় কোটি টাকা

এম এইচ রবিন ●

পুরনো নাম পরিবর্তন এবং ব্যক্তির নামে যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন রোধে কঠোর নীতিমালা করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে নাম পরিবর্তন করা গেলেও এর যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখা হবে চার স্তরের কমিটিতে। পাশাপাশি বাড়বে সরকারি ফি, যা দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি বিধান আছে, যা খুবই দুর্বল। তাই যথসামান্য টাকা দিয়ে প্রভাবশালীরা রাতারাতি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে লিখিয়ে নিচ্ছেন। মূলত নাম ফোটানোর জন্যই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টানো হয়। আর এ জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মাথায় এসব কুবুদ্ধি দেন কিছু শিক্ষকই। বিগত কয়েক বছরে এভাবেই সারা দেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন হয়েছে। তাই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের হিড়িক বন্ধে নতুন নীতিমালায় বেশ কিছু কঠোর শর্তজুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কঠোর নীতিমালা আসছে

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহবার হোসাইনের সভাপতিত্বে গত ২০ মার্চ মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কয়েক দফায় সভা করে একটি নীতিমালা করেছে।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য আবেদন পাওয়া যাচ্ছে। বিগত দিনে অনেক সরকারি-বেসরকারি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানেরও নাম পরিবর্তন হয়েছে। এ নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। এমন বাস্তবতায় নাম পরিবর্তনে নিরুৎসাহিত করতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি হয়।

বিদ্যমান নিয়মে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের ফি ছয় লাখ টাকা, মাধ্যমিকের ১০ লাখ ও উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১৫ লাখ টাকা ফি নির্ধারিত। ডিগ্রি স্তরের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনাই নেই। এ ছাড়া আর কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে জানা গেছে, নতুন নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনে ৩০ লাখ থেকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত ফি নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি নাম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখতে চার স্তরের কমিটি গঠনেরও সুপারিশ রয়েছে।

এ ছাড়া নীতিমালায় প্রস্তাব করা হয়েছে, পৌরসভা এলাকার বাইরের নিম্ন মাধ্যমিক এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টালে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম পরিবর্তনে ৩০ লাখ, মাধ্যমিক স্তরের ৪০ লাখ, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ৭০ লাখ ও ডিগ্রি স্তরের এক কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। পৌরসভা এলাকায় দিতে হবে যথাক্রমে ৫০ লাখ, ৮০ লাখ ও ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। সিটি করপোরেশন এলাকার নিম্ন মাধ্যমিক ৬০ লাখ, মাধ্যমিক ৭০ লাখ, উচ্চমাধ্যমিক এক কোটি ও ডিগ্রি স্তরের জন্য দেড় কোটি টাকা জমা দিতে হবে। একইভাবে ব্যক্তির নামে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিকদের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণে কোনো অর্থ জমা দিতে হবে না। প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের জন্য প্রথমে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির অনুমোদন নিতে হবে। এর পর বহুল প্রচারিত দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শাখার অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হবে। জানা গেছে, চলতি মাসেই স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার নাম পরিবর্তনের জন্য কয়েকশ আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখা থেকে দিনাজপুর সদর উপজেলার পাঁচবাড়ী মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে পাঁচবাড়ী মখলেছুর রহমান মহাবিদ্যালয়, বরিশালের আগৈলঝাড়ার বাশাইল কলেজের নাম পরিবর্তন করে বাশাইল শহীদ সুকান্ত বাবু কলেজ, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া কলেজের পরিবর্তে এইচটি ইমাম ডিগ্রি কলেজ, রাজধানীর পল্লবী এলাকার শহীদ জিয়া মহিলা কলেজের নাম পরিবর্তন করে পল্লবী ডিগ্রি কলেজ করার আবেদন করা হয়।